যুগান্তর

তারিখ 27 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

মাদ্রাসা বোর্ডের বইয়ে ভুল বানান অর্থ বিকৃতি
শিক্ষা সচিব ও ১৬ জনের নামে মামলা

কোর্ট রিপোর্টার

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য মুদ্রিত হাদিস গ্রন্থে আরবি ও বাংলা বানান ভুলসহ মুদ্রণ করে হাদিসের মূল অর্থ বিকৃত করার অভিযোগ এনে মুদ্রিত হাদিস সংকলন গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবীহ' বাজেয়াপ্ত ঘোষণার দাবি জানানো হয়। শিক্ষা সচিব ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ১৭ জনকে বিবাদী করে একটি ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকার তৃতীয় সহকারী জজ আদালতে মামলাটি দায়ের করা হলে বিচারক বিবাদীদের প্রতি সমন ইস্যু করেন। আদালতে বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শফিকুর রহমান। মামলার বিবাদীরা হচ্ছেন শিক্ষা সচিব, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাদ্রাসা আলিয়ার অধ্যক্ষ নূর মোহাম্মদসহ ১৭ জন।

বাদী তার আরজিতে বলেছেন, বাংলাদেশের সব ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পক্ষে তিনি এ মামলায় বাদী হয়েছেন। তিনি আরজিতে আরও বলেন, 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদিস গ্রন্থটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলোয় পাঠদানের সময় দেখা যায় ওই হাদিস গ্রন্থটিতে আরবি ও বাংলা বানান ঠিক নেই এবং ভুল অর্থে পরিপূর্ণ হয়েছে। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে হাদিসের মূল অর্থও বিকৃত হয়েছে। দেখা গেছে, ওই হাদিস গ্রন্থটির ১ থেকে ৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ৮৫৭টি বানান ভুল ও সেই সঙ্গে বিকৃত অর্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। ফলে ওই গ্রন্থটি অনতিবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করে বাজার ও মাদ্রাসা থেকে তুলে না নিলে শিক্ষার্থীরা ভুল শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য থেকে সরে যাবে এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। বাদী বলেন, তার অনুরোধ না রেখে বিবাদীরা ওই হাদিস গ্রন্থের ৯৭ হাজার ১০০ কপি ২০০৫ সালে বাজারে ছেড়েছে। বাদী পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ শওকত আলী।